بسم الله الرحمن الرحيم   نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم   وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক   কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
28

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 15 সেপ্টেম্বর, 2016 15 তাবুক,1395 হিজরী শামসী 12 যুল হাজ্জ 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

সমগ্র বিশ্বের সংশোধনের জন্য আমার উপর একটি দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ আমাদের প্রভু ও নেতা সমগ্র বিশ্বের জন্য আগমণ করিয়াছিলেন। অতএব এই মহান দায়িত্বের প্রেক্ষাপটে আমাকে ঐ শক্তি ও সামর্থ্য দেওয়া হইয়াছে, যাহা ঐ বোঝা উঠানোর জন্য জরুরী ছিল এবং আমাকে ঐ তত্ত্বজ্ঞান ও নিদর্শনাবলীও দেওয়া হইয়াছে, যাহা দেওয়া 'হুজ্জত' পূর্ণ করার জন্য সময়োপযোগী ছিল।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

যেহেতু আমি এইরূপ একজন নবীর অনুসারী যিনি মানবতার সকল গুণের সমষ্টি ছিলেন এবং যাঁহার শরীয়ত পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ও সমগ্র বিশ্বের সংশোধনের জন্য ছিল, সেহেতু আমাকে ঐ শক্তি দান করা হইয়াছে যাহা সমগ্র বিশ্বের সংশোধনের জন্য প্রয়োজন ছিল। তাহা হইলে এই বিষয়ে কি সন্দেহ থাকিতে পারে যে, হযরত মসীহ (আ.) -কে ঐ প্রকৃতিগত শক্তি দেওয়া হয় নাই যাহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে? কেননা, তিনি একটি বিশেষ জাতির জন্য আসিয়াছিলেন। যদি তিনি আমার জায়গায় থাকিতেন তবে তিনি নিজের ঐ প্রকৃতির দরুন ঐ কাজ করিতে পারিতেন না, যাহা খোদার দয়া আমাকে সম্পাদন করার শক্তি দিয়াছেন। وھذا تحدیث نعمة الله ولا فخر (অর্থঃ- ইহা হইল কেবল ঐশী অনুগ্রহের বর্ণনা মাত্র, কোন অহংকার নহে- অনুবাদক) অনুরূপভাবে যদি হযরত মূসা (আ.) আমাদের নবী (সা.) জায়গায় আসিতেন তবে এই কাজ তিনি সম্পাদন করিতে পারিতেন না। যদি কুরআন শরীফের জায়গায় তাওরাত অবতীর্ণ হইত তবে ইহা এই কাজ কখনো সম্পাদন করিতে পারিত না, যাহা কুরআন শরীফ সম্পাদন করিয়াছে। মানুষের মর্যাদা পর্দার অন্তরালে আছে। এই ব্যাপারে চটিয়া যাওয়া ও মুখ মলিন করা ঠিক নহে। যে সর্ব শক্তিমান খোদা হযরত ঈসা (আ.) কে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি আরও একজন অনুরূপ মানুষ বা তাহার চাইতে উত্তম কাউকে সৃষ্টি করিতে পারেন না? * যদি কুরআন শরীফের কোন আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয় তবে ঐ আয়াত পেশ করা উচিত। ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দরবার হইতে কঠোরভাবে বিতাড়িত হইবে, যে কুরআনের আয়াত অস্বীকার করে। অন্যথা আমি কীভাবে এই পবিত্র ওহীর পরিপন্থী বিপরীত ঘটনা বলিতে পারি যাহা প্রায় ২৩ বৎসর যাবৎ আমাকে দৃঢ় প্রত্যয় দান করিয়া আসিতেছে এবং খোদার হাজার হাজার সাক্ষ্য ও অসাধারণ নিদর্শনাবলী আমার সাথে আছে। খোদা তা'লার কাজ যুক্তি ও প্রজ্ঞাহীন নহে। তিনি দেখিলেন, এক ব্যক্তিকে নেহায়েত বিনা কারণে খোদা বানানো হইয়াছে, যাহাকে চল্লিশ কোটি মানুষ পুজা করিতেছে। তখন তিনি আমাকে এইরূপে প্রেরণ করেন যখন এইরূপ বিশ্বাসের প্রবলতা ও প্রাধান্য চরম পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছিল এবং তিনি সকল নবীর সকল নামে আমার নাম রাখেন। কিন্তু আমার নাম বিশেষভাবে মসীহ ইবনে মরিয়ম নির্দিষ্ট রাখিয়া আমার উপর ঐ রহমত ও অনুগ্রহ করা হইয়াছে, যাহার তাঁহার উপর করা হয় নাই যাহাতে লোকেরা বুজে যে, আশিস খোদার হাতে, যাহাকে চাহেন তাহাকে দান করেন। যদি আমি নিজের পক্ষ হইতে এই সকল কথা বলি তবে আমি মিথ্যাবাদী। যদি খোদা আমার সম্পর্কে স্বীয় নিদর্শনাবলীর সহিত সাক্ষ্য প্রদান করেন তবে আমাকে মিথ্যাবাদী বলা তাকওয়ার (ধর্মভীরুতার) পরিপন্থী। দানিয়াল নবীও যেভাবে লিখিয়াছেন যে, খোদার পূর্ণ প্রতাপের বিকাশের সময় আমার আগমন হইবে। আমর সময় ফেরেশতা ও শয়তানের মধ্যে শেষ যুদ্ধ হইবে। খোদা এই সময় ঐ সকল নিদর্শন দেখাইবেন যাহা তিনি কখনো দেখান নাই, যেন খোদা স্বয়ং যমীনে নামিয়া আসিবেন, যেমন তিনি বলেন, هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ (সূরা আল বাকারা: আয়াত-২১১) অর্থাৎ ঐ দিন তোমার খোদা মেঘে আসিবেন, অর্থাৎ তিনি মানুষের প্রকাশের মাধ্যমে স্বীয় প্রতাপ প্রকাশ করিবেন এবং স্বীয় চেহারা দেখাইবেন। কুফরী ও শেরেক অনেক প্রধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু তিনি নীরব ছিলেন এবং একটি গুপ্ত ভাণ্ডারের ন্যায় ছিলেন। এখন যেহেতু শেরেক ও মানব পুজা পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং ইসলামকে তাহাদের পায়ের নীচে পিষা হইয়াছে, সেহেতু খোদা বলেন, আমি যমীনে অবতীর্ণ হইব এবং ঐ শাস্তিমূলক নিদর্শন দেখাইব যাহা আদমের বংশের শুরু হইতে আর কখনো দেখান নাই। ইহার মধ্যে প্রজ্ঞা এই যে, দুশমনের আক্রমণ-ধারা অনুযায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অতএব যে ধারায় মানব পূজারীরা শেরেকে অতিরঞ্জিত হইয়াছে এবং ঐ মাত্রায় চরমে পৌঁছিয়াছে ঠিক সেই ধারাতেই এখন খোদা যুদ্ধ করিবেন। তিনি মানুষকে কোন তরবারি দিবেন না এবং কোন জেহাদ হইবে না। হাঁ, তিনি স্বীয় হস্ত প্রদর্শন করিবেন। ইহুদীদের বিশ্বাস এই যে, দুইজন মসীহ আবিভুত হইবেন এবং শেষ মসীহ (যদ্বারা এই যুগের মসীহকে বুঝানো হয়) প্রথম মসীহর তুলনায় শ্রেয় হইবেন। খৃষ্টানেরা একজন মসীহতেই বিশ্বাসী কিন্তু তাহারা বলে, প্রথমে যে মসীহ ইবনে আবির্ভুত হইয়াছেন তিনিই তাহার দ্বিতীয় আগমণের সময় বড় শক্তি ও প্রতাপের সহিত আবির্ভুত হইবেন এবং পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের মধ্যকার ঝগড়া মীমাংসা করিবেন। তাহারা আর বলে, তিনি এত প্রতাপের সহিত প্রকাশিত হইবেন যে, তাহার প্রথম আগমণের সহিত ইহার কোন তুলনা হইবে না।

যাহা হউক এই উভয় সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করে যে, শেষ যুগের আগমণকারী মসীহ স্বীয় প্রতাপ ও শক্তিশালী নিদর্শনাবলীল দিক হইতে প্রথম মসীহের বা তাঁহার প্রথম আগমনে তুলনায় শ্রেয় হইবেন। ইসলামও শেষ মসীহের নাম হাকাম (অর্থাৎ বিচারক- অনুবাদক) রাখিয়াছে এবং তাঁহাকে বিশ্বের সকল ধর্মের মীমাংসাকারী এবং কেবল স্বীয় নিঃশ্বাসে কাফেরদিগের হত্যাকারী রূপে সাব্যস্ত করিয়াছ। ইহার অর্থ এই যে, খোদা তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন এবং তাঁহার মনো নিবেশ ও দোয়া বিদ্যুতের কাজ করিবে। তিনি যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে সত্যকে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, যেন তিনি (অবিশ্বাসীদিগকে) ধ্বংস করিয়া দিবেন। মোট কথা না আহলে কেতাব না আহলে ইসলাম (অর্থাৎ ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানেরা-অনুবাদক) এই কথা বিশ্বাস করে যে, প্রথম মসীহ আগমণকারী মসীহের তুলনায় শ্রেয়ঃ। ইহুদীরা তো দুই মসীহর কথা স্বীকার করিয়া শেষ মসীহকে অধিক শ্রেয়ঃ মনে করে এবং যাহারা নিজেদের ভ্রান্তির দরুন কেবল এক মসীহ্‌র কথা স্বীকার করে তাহারাও দ্বিতীয় আগমণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আগমণ বলিয়া বিশ্বাস করে এবং প্রথম আগমণকে ইহার তুলনায় কোন ব্যাপারই মনে করে না। যেস্থলে খোদা ও তাঁহার রসুল এবং সকল নবী শেষ যুগের মসীহকে তাঁহার কীর্তি ও মহান কর্মের দরুন শ্রেয়ঃ সাব্যস্ত করিয়াছেন, সেস্থলে এই কথা বলা শয়তানী প্ররোচনা যে, তুমি যেন মসীহ ইবনে মরিয়মের তুলনায় নিজেকে শ্রেয় সাব্যস্ত করা। বন্ধুগণ! যেস্থলে আমি ইহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছি যে, মসীহ ইবনে মরিয়ম মরিয়া গিয়াছেন এবং আগমণকারী মসীহ আমি, সেস্থলে যে ব্যক্তি প্রথম মসীহকে শ্রেয়ঃ মনে করে, প্রমাণ্য হাদীসাবলী ও কোরআন দআরা তাহার প্রমাণ করা উচিত যে, আগমণকারী মসীহ কিছুই নহে, তাঁহাকে না নবী বলা যায় না হাকাম বলা যায়, যাহা কিছু আছে পূর্বের। খোদা স্বীয়

এরপর আটের পাতায়....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ)-এর ২০১৫ সালের হল্যান্ড পরিভ্রমণের রিপোর্ট

৫ই অক্টোবর, ২০১৫ (সোমবার), হল্যান্ড

আঞ্চলিক টিভি চ্যানেল **TV GELDERLAAND** এর সাংবাদিক ও আলোকচিত্রীর একটি দলের সাথে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এসে তারা হুযুর আনোয়ার (আইঃ) এর অপেক্ষায়রত ছিল। হুযুর আনোয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে সাংবাদিক মহাশয় বলেন, এই প্রদেশে কুড়ি লক্ষ মানুষ বসবাস করেন এবং আমাদের টিভি চ্যানেল এই প্রদেশের জন্য বিবিসির মত গুরুত্ব রাখে।

* সাংবাদিক প্রথম প্রশ্ন করেন যে, হুযুর এখানে নুনস্পীটে থাকার অনুভব কেমন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন এখানে থেকে খুব ভাল লাগল। আমি এর পূর্বেও এখানে এসেছি আর এখানে থাকতে আমি পছন্দ করি। এটি খুবই সুন্দর জায়গা ।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, নুনস্পীটের জামাত আহমদীয়ার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: হল্যান্ডের জামাতের একটি কেন্দ্র ছিল হ্যাগে। জামাত নিজের প্রয়োজনের তাগিদে একটি বড় জায়গার সন্ধানে ছিল। সেই সময় জায়গা খোঁজা হয় এবং অবশেষে এই জায়গাটি পছন্দ হয়। এটি শহরের বাইরে ছিল, দামেও কম এবং উন্মুক্ত ও প্রশস্ত জায়গা ছিল। এটি আমাদের প্রয়োজন মাফিক ছিল, তাই আমরা এটি ক্রয় করে ফেলি। এই এলাকাটি খুবই সুন্দর। আমার পূর্বের খলীফাও এই স্থানটিকে খুবই পছন্দ করতেন। যে সময় এই জায়গাটি ক্রয় করা হয় তখন এখানে আমাদের কমিউনিটির আকার বেশি বড় ছিল না। বর্তমানে আল্লাহ তা'লার ফজলে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে জামাতের যাবতীয় প্রোগ্রামের আয়োজন হয়। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা খুবই স্নেহশীল প্রকৃতির। এই কারণে আমরা এই জায়গাটি পছন্দ করি।

* সাংবাদিক একটি প্রশ্ন করেন যে, আহমদীয়া কমিউনিটি সর্ব প্রথম মসজিদ কি হল্যান্ডে বানিয়েছে? এই মসজিদটির নির্মাণ হওয়া বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে। উক্ত সময়ে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এই সম্পর্কে হুযুরে মতামত কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, হ্যাগে যখন আমাদের প্রথম মসজিদটি তৈরী হয়েছিল সেই সময় মানুষের মধ্যে ধর্মের প্রতি আকর্ষন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এখন সেই আকর্ষণ আর নেই, ধর্মের প্রতি মানুষের আকর্ষণ নিম্নগামী হয়েছে , পক্ষান্তরে নাস্তিকতার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটিও একটি কারণ যে- ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টেছে এবং ইসলামকে মানুষেরা ভাল চোখে দেখে না। আরও একটি কারণ হল মুসলমানরা ইসলামী শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত নাই, যার ফলে ইসলামকে কুৎসিৎ রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে উগ্রতা ও সন্ত্রাসের ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছে, ফলতঃ মানুষ মনে করেছে এই সময় পৃথিবীতে যত প্রকারের সমস্যা আছে তা সবই মুসলমানদের জন্য। যদিও বিষয়টি সঠিক নয়।

ইসলাম শান্তি ও সন্ধিকামী ধর্ম এবং শান্তির শিক্ষাই দেয়। হুযুর বলেন, এসব কিছু দেখে আমার ঈমান দৃঢ় হয়েছে যে, আঁ হযরত (সাঃ) বলেছিলেন, ইসলামের উপর এমনও এক সময় উপস্থিত হবে যখন ইসলাম কেবল নাম সর্বস্ব অবশিষ্ট থাকবে, মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে বসবে, সেই সময় একজন সংস্কারক মসীহ ও মাহদী আগমণ করবেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রসারিত করবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি এসে গেছেন এবং তাঁরই মাধ্যমে ইসলামের পুনরুত্থান হয়েছে। তিনি (আঃ) ইসলামের প্রকৃত ও সত্য শিক্ষা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেছেন এবং ধর্ম থেকে ব্যবধানের কারণে মুসলমানদের মধ্যে যে সমস্ত ভ্রান্ত ধর্ম বিশ্বাস দানা বেঁধেছিল সেগুলির সংশোধন করেন। আজও মুসলমানরা কুরান করীমের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে আর আজকে আমরা পৃথিবীতে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার করছি। আমরা বিগত ১২৫ বছর যাবৎ এই কাজ করে আসছি এবং প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আহমদীয়াতে প্রবেশ করছে। কেবল এই বছরই পাঁচ লক্ষ ষাঠ হাজারেরও বেশি মানুষ আহমদীয়াতে প্রবেশ করেছে। আফ্রিকায় বেশি সংখ্যায় মানুষ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুদূর পূর্বের দেশগুলিতে, এশিয়া, ইউরোপ, আরব দেশগুলিতেও এবং অন্যান্য দেশগুলি থেকেও মানুষেরা আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং প্রত্যেক বছর হচ্ছেন।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনার কমিউনিটি কি দ্রুত প্রসারলাভ কারী?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন, আমরা একটি ব্যবস্থিত ও দ্রুত প্রসারলাভকারী কমিউনিটি। একক নেতৃত্ব, একটি ব্যানার, একটি স্লোগানের অধীনে জামাত আহমদীয়া এমন একমাত্র কমিউনিটি যার সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, বর্তমানে বিশ্বে সব চেয়ে দ্রুত প্রসারলাভকারী কমিউনিটি।

* একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন, আমরা মুসলিম বিশ্বে প্রকাশ্যে নিজেদেরকে তুলে ধরতে পরি না। আরবরা আমাদেরকে পছন্দ করে না। আমরা তাদের জিহাদের ব্যখ্যার বিরোধী। জিহাদ সম্পর্কে তাদের অবধারণা সম্পর্কে আমরা দ্বিমত পোষণ করি। প্রকৃত জিহাদ যেটিকে সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ বলা যেতে পারে, সেটি হল নিজেকে সংশোধন করা। অর্থাৎ,আত্ম সংশোধন করা। এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, শান্তি ও সন্ধির শিক্ষাকে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামের বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'লা সেই সময় তরবারীর যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেছেন যখন শত্রুরা তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তোমাদেরকে নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করে এবং নিজেদের আত্মরক্ষা করতে বাধ্য করা হয় । হুযুর আনোয়ার বলেন, বর্তমানে ইসলামের বাণী প্রচারকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কোন দেশ কোন মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে এই প্রকারের যুদ্ধ করছে না। ধর্মের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করা হচ্ছে না। সারা পৃথিবীতে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন অস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে না।

বর্তমানে সামরিক অস্ত্রের পরিবর্তে ইসলামের বিরুদ্ধে লিটেরেচারের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র রচনা করা হচ্ছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। তাই এর উত্তরও লিটেরেচারের মাধ্যমে ও মিডিয়ার মাধ্যমে দেওয়া উচিত। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন। তিনি (আঃ) বলেন যে এটি কলমের জিহাদের যুগ।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আমাদের এই প্রদেশ থেকেও এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও অন্যান্য এলাকা থেকে মুসলমান যুবকরা ISIS -এ যোগদান করার জন্য সিরিয়া ও অনুরূপ দেশগুলিতে পাড়ি দিচ্ছে? এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: বর্তমানে মুসলমানরা যেভাবে একে অপরকে হত্যা করছে এবং একে অপরের মুন্ডচ্ছেদ করার প্রতিযোগীতায় মেতেছে, অনুরূপে বিগত শতাব্দীগুলিতে খ্রীষ্টানরাও নিজেদের মধ্যে একে অন্য ফিরকাকে হত্যা করেছিল এবং তাদের নিজেদের মধ্যে একের পর এক যুদ্ধ হতে থাকত।

হুযুর বলেন, আমি এটি বুঝে উঠতে পারি না যে, আজ একে অপরকে হত্যাকারী, গণসংহারের কারিগরের এই সব মুসলমানরা কিভাবে নিজেদের এই অত্যাচারপূর্ণ কর্মকে ইসলামী শিক্ষার অনুরূপ আখ্যা দিয়ে বৈধ বলে গণ্য করে। তাদের এই অপকর্মের সঙ্গে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

আঁ হযরত (সাঃ) বলেছিলেন, যে ব্যক্তি কলেমা তৈয়্যবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুরুর রসুলুল্লাহ'পাঠ করবে সে মুসলমান। তোমরা তার বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করবে না। এই সমস্ত মুসলমানেরা পরস্পর নিজেদের বিরুদ্ধেই লড়াই করছে, এটি আঁ হযরত (সাঃ) এর শিক্ষার পরিপন্থী।

হুযুর আনোয়ার বলেন, একজন সত্য ও প্রকৃত আহমদী এমন জিহাদ সম্পর্কে ধারণাও করতে পারে না। একজন আহমদীর নিকট আত্ম-সংশোধন, নিজের কু-প্রবৃত্তির দমন এবং ইসলামের প্রকৃত বাণী ও শিক্ষাকে পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দেওয়াই হল প্রকৃত জিহাদ।

(অবশিষ্টাংশ পরবর্তী সংখ্যায়)

জুমআর খুতবা

আজ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়া জামাত যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা শুরু হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ্। নিয়মানুযায়ী বিকেলে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসায় অংশগ্রহণকারীদের নিকট যে আশা ব্যক্ত করেছেন আল্লাহ্ তা'লা করুন এই জলসায় আগমনকারীরা যেন তা পুরোপুরি পুরণ করতে পারে এবং তারা যেন সেই দোয়ার ভাগীদার হতে পারে যা তিনি (আ.) তাদের জন্য করে গেছেন।

এই জলসায় অংশগ্রহণ করা কোন জাগতিক মেলায় অংশগ্রহণ করার মত নয়। অতএব এই দিনগুলোতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী যেন কেবলধর্মীয় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

জলসায় আগমনকারী সকলের জলসা গাহ্-তে নীরবে বসে জলসার অনুষ্ঠানসমূহ মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা উচিত।

এই বিষয়টি প্রত্যেকের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, বক্তা এবং আলেমগণ এত সময় ব্যয় করে পরিশ্রমের মাধ্যমে যে বিষয়সমূহ প্রস্তুত করেন তা যেন মনোযোগ দিয়ে শোনা হয় এবং স্মরণও রাখা হয়। আমি মনে করি কোন পুরুষ বা মহিলা এই সমস্ত বক্তৃতার অর্ধেকও যদি মনে রাখে তবে নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক মানকে তারা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

আমাদের জলসায় বক্তাদের উদ্দেশ্যও এটি নয় আর শ্রোতাদের উদ্দেশ্যও এমন নয়। বিষয়ের গভীরতা অনুধাবন করে নিজের সংশোধন এবং উন্নতি সাধনের পরিবর্তে কেবল ক্ষণিকের জন্য আবেগ তৈরী করাও উদ্দেশ্য নয়। আমাদের মাঝে যদি কেউ এমন থেকে থাকে তাহলে তার নিজের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

এই জলসা যদি আমাদের জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব না ফেলে এবং মনুষ্যজনিত দুর্বলতার দরুণ আমরা কতিপয় বক্তৃতা এবং বক্তাদের নিকট থেকে সম্পূর্ণ লাভবান হতে না পারি তবে তা চিন্তার বিষয়। পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা বক্তাদের ভাষাতেও বরকত দিন যেন তারা শ্রোতাদের মন-মস্তিষ্কে বিষয়বস্তু এমনভাবে প্রবেশ করাতে পারেন যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'লা এবং রসূলের কথা এবং প্রেম ও বিশ্বস্ততা সংক্রান্ত কথা, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কথা, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার কথা, মহানবী (সা.)-এর দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্ক এবং তার প্রতি অনুগত হওয়ার কথা- এগুলো যেন মানুষের মন-মস্তিষ্কে ভালোভাবে প্রবেশ করে এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

যারা আহমদী তারা যদিও একদিক থেকে মেহমান তবুও কেবল মেহমান হয়ে থাকা তাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। তারা তো জলসার মাধ্যমে কল্যাণমন্ডিত হতে আসে।

মেহমানদের উচিত সুযোগ সুবিধা যেমনই থাকুক না কেন আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং প্রত্যেক বিভাগের কর্মকর্তাদেরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যারা দিনরাত নিরন্তর আতিথেয়তার চেষ্টা করছে। আর জলসার এই তিন দিনে মেহমানদেরও এই চেষ্টায় রত থাকা উচিত যে, তারা কিভাবে খোদার সন্তুষ্টির উপায় অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যাচনা ও কৃপা কামনা করে, প্রত্যেক মন্দ কাজ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে প্রতিটি দিন অতিবাহিত করা উচিত।

দোয়ার কবুলিয়তের জন্য ইবাদতের হক আদায় করা এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালন করাও আবশ্যক। অতএব, এই দিনগুলোতে এ দৃষ্টিকোণ থেকেও নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করুন। আর শুধু এই দিনগুলোতেই নয় বরং এই যে অভ্যাস সৃষ্টি হবে এটাকে জীবনের স্থায়ী অংশ পরিণত করুন।

নামাযের সময় ও জলসার সময় নিজেদের ফোন বন্ধ রাখুন অথবা রিংটোন বন্ধ রাখুন।

যেকোন ব্যবস্থাপনার উন্নত মানের হওয়ার জন্য জলসায় আগমণকারীদের সহযোগিতা আবশ্যক।

এটি জামাতে আহমদীয়ার অনিন্দ সুন্দর বৈশিষ্ট্য যে, প্রত্যেক আহমদী ব্যবস্থাপনার অংশ, তা সে কর্মী হোক অথবা জলসায় অংশ গ্রহণকারী একজন সাধারণ লোক। অতএব, বিশেষভাবে পার্কিং ও স্কেনিং-এর জায়গা এবং জলসাগাহ্-তে সব সময় সবার সতর্ক থাকা আবশ্যক এবং চারপাশে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যেখানেই কোন অস্বাভাবিক জিনিস দেখবেন অথবা কোন অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড দেখবেন তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনাকে সে সম্পর্কে অবহিত করুন আর নিজেও সতর্ক হয়ে যান।

মহিলারা স্মরণ রাখবেন, তারা যেন নিজেদের অলংকারাদি পরিহিত অবস্থায় থাকেন। প্রথমত জলসাতে অলংকারাদি নিয়ে আসাই উচিত নয়। এখানে ধর্মীয় পরিবেশে দিন অতিবাহিত করার জন্য এসেছেন, কোন জাগতিক অনুষ্ঠানের জন্য আসেন নি। নিজেদের পরিধান ও অলংকারাদীর পরিবর্তে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

এই দিনগুলোতে দোয়ার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিন। নামায এবং নফল ছাড়াও যিকরে ইলাহী এবং দরুদ শরীফ পাঠ করা এবং অন্যান্য দোয়ায় রত থেকে সময় অতিবাহিত করুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক হাদিকাতুল মাহদী অল্টনে প্রদত্ত ১২ ই আগস্ট , ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (১২ যাহুর,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়া জামাত যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা শুরু হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ্। নিয়মানুযায়ী বিকেলে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসায় অংশগ্রহণকারীদের নিকট যে আশা ব্যক্ত করেছেন আল্লাহ্ তা'লা করুন এই জলসায় আগমনকারীরা যেন তা পুরোপুরি পুরণ

করতে পারে এবং তারা যেন সেই দোয়ার ভাগীদার হতে পারে যা তিনি (আ.) তাদের জন্য করে গেছেন। প্রত্যেক আহমদী এটি জানে এবং জানা উচিত আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বিশেষভাবে এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, এই জলসায় অংশগ্রহণ করা কোন জাগতিক মেলায় অংশগ্রহণ করার মত নয়। অতএব এই দিনগুলোতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী যেন কেবলধর্মীয় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বরং তিনি (আ.) সেসকল লোকদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যারা এই চিন্তাধারা নিয়ে জলসায় অংশগ্রহণ করে না। (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৫)

জলসার অনুষ্ঠানসূচী এই চিন্তাধারা নিয়েই তৈরি করা হয়ে থাকে এবং ধর্মীয় জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে যেন সহায়ক হয় সে কথা দৃষ্টিতে রেখেই বক্তাদের বক্তৃতা ও বক্তব্যের বিষয়বস্তু একটি কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এরপর বিষয়বস্তুর একটি বিশদ তালিকা তৈরি করা হয় যা যুগ খলীফার নিকট অনুমতির জন্য উপস্থাপিত হয়ে থাকে। অতঃপর সেগুলির মধ্য থেকে কিছু বিষয় প্রস্তাব করা হয় যা কিনা বক্তারা এখানে উপস্থাপন করে থাকে যেন অংশগ্রহণকারীরা ধর্মীয় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সর্বোত্তম উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে।

সুতরাং জলসায় আগমনকারী সকলের জলসা গাহ্-তে নীরবে বসে জলসার অনুষ্ঠানসমূহ মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা উচিত।

অনেক সময় পুরুষদের পক্ষ থেকে, আর সাধারণত মহিলাদের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ এসে থাকে যে, জলসা গাহ্-তে বসে জলসার কার্যক্রম শোনার পরিবর্তে বাইরে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মানুষ খোশগল্পে মত্ত থাকে। আর খেলাধূলার সামগ্রী দিয়ে জলসার তাবুর পাশেই শিশুদের খেলার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এর ফলে শিশুদের মাঝেও এই অনুভূতি সৃষ্টি হবে না যে, ধর্মীয় মজলিসের পবিত্রতা কী। সন্তান যদি খেলাধূলা করার মত স্বল্প বয়স্ক হয় এবং তাকে শান্ত করার জন্য তার হাতে কিছু দেয়া জরুরী হয়, সে ক্ষেত্রে তাদেরকে শিশুদের তাবুতে নিয়ে যান যেখানে তাদের খেলার সামগ্রীও রয়েছে। কিন্তু যেটা মূল তাবু তা পুরুষদের হোক বা মহিলাদের, সেখানে শিশুদেরকে খেলাধূলায় ব্যস্ত রাখা আর মা বাবা-দের পাশে বসে ছোট ছোট দল বানিয়ে গল্প করা কোনভাবেই উচিত নয়। যখন কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে নিষেধ করা হয় তখন অনেকে এটিকে খারাপ মনে করে এবং বলে যে, আমাদেরকে কেন নিষেধ করা হলো, অথচ ভুল কর্মকর্তার নয় বরং সেই মেহমানেরই।

আমি যেভাবে বলেছি একটি কমিটি বক্তৃতার বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে থাকে এবং বিভিন্ন বিষয়বস্তু প্রস্তাব করে আমার কাছে পাঠায় যার মধ্য থেকে সাত আটটি বিষয়বস্তু আমি প্রস্তাব করে থাকি। তারপর সেগুলো বক্তাদের নিকট পাঠানো হয়। এরপর বক্তারা সেগুলোর প্রস্তুতিতে অনেক সময় ব্যয় করেন বরং অনেকে এমনও আছেন যারা এক মাসের বেশি সময় ব্যয় করে নিজের বক্তৃতা তৈরি করে থাকেন আর অনেক পরিশ্রম করে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে একটি সামগ্রিক বিষয়বস্তু উপস্থাপনের চেষ্টা করেন।

অতএব এই বিষয়টি প্রত্যেকের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, বক্তা এবং আলেমগণ এত সময় ব্যয় করে পরিশ্রমের মাধ্যমে যে বিষয়সমূহ প্রস্তুত করেন তা যেন মনোযোগ দিয়ে শোনা হয় এবং স্মরণও রাখা হয়। আমি মনে করি কোন পুরুষ বা মহিলা এই সমস্ত বক্তৃতার অর্ধেকও যদি মনে রাখে তবে নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক মানকে তারা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, প্রত্যেকের মনোযোগের সাথে বক্তৃতামালা শ্রবণ করা উচিত। তিনি বলেন, 'পূর্ণ মনোযোগ এবং চিন্তার সাথে শোন কেননা এটি ঈমানের বিষয়। এই ক্ষেত্রে অলসতা প্রদর্শন এবং অমনোযোগ মন্দ পরিণতি সৃষ্টি করে। যারা ঈমানের ক্ষেত্রে অলসতা প্রদর্শন করে এবং যখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তখন তা মনোযোগের সাথে শুনে না, তা যত উচ্চাঙ্গের এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী বক্তৃতাই হোক না কেন, সেটি তাদের কোন উপকারে আসে না। তিনি আরো বলেন, এদের সম্পর্কেই বলা হয় যে, তাদের কান আছে কিন্তু তারা শোনে না, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তারা বোঝে না । অতএব স্মরণ রেখো, যা কিছুই বর্ণনা করা হয় তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর কেননা মনোযোগের সাথে না শুনলে যত দীর্ঘ সময়ই পুণ্যবান মানুষের সাহচর্যে থাক না কেন তাতে কোন উপকার সাধন হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:১৪২-১৪৩)

পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের তাবুতে কিছু সংখ্যক মানুষ এমন রয়েছে যারা শেষের দিকে বসে থাকে। তাদের সম্পর্কে একটি অভিযোগ কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে প্রতিবারই এসে থাকে, এই অভিযোগ যদি সত্য হয় তবে তাদের উচিত হবে এবছর যেন কর্মকর্তারা সেই সুযোগ না পায়। জলসার কার্যক্রম অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে শুনুন এবং এই উদ্দেশ্যে শুনুন যে, আমরা কেবল ক্ষণিকের জন্য কোন নতুন জ্ঞান লাভ করছি না বরং স্থায়ী জ্ঞান অর্জন এবং আধ্যাত্মিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য শোনা উচিত।

এছাড়া এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যারা নিজেদের পছন্দনীয় বক্তাকে নির্বাচন করে থাকেন আর কেবল তাদের বক্তৃতা শোনার জন্যই জলসাগাহ্ -তে আসেন। তাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমি আমার জামাত এবং স্বয়ং নিজের জন্যও এটি চাই এবং পছন্দ করি যে, কেবল বাহ্যিকভাবে বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতামালাকেই যেন পছন্দ না করা হয় এবং সমস্ত মনোযোগ কেবল বক্তৃতার আকর্ষণ, সৌন্দয্য ও ভাষার প্রতিই আবদ্ধ না থাকে। তিনি বলেন, আমি প্রকৃতগতভাবেই এ ধরণের কথা অপছন্দ করি বরং আমার স্বভাব হল, যে কাজই হোক তা যেন আল্লাহ্ তা'লার জন্য হয়। যে বিষয়ই হোক তা যেন অকৃত্রিমভাবে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে হয়।"

"এর অনুপস্থিতি মুসলমানদের অধঃপতনের একটি অনেক বড় কারণ, নতুবা এত কনফারেন্স, সভা ও সমাবেশ আয়োজিত হয় আর সেখানে বিখ্যাত বক্তারা ভাষণ দেয়। কবিরা জাতির দুর্দশা নিয়ে কবিতা পাঠ করে, তাহলে কেন এবং কি কারণে এসবের কোন প্রভাব পড়ে না? বরং জাতি উন্নতি করার পরিবর্তে দিনে দিনে অধঃপতিত হয়ে চলেছে। তিনি বলেন, আসল কথা হলো এই সব মজলিসে আগমনকারী ব্যক্তিরা নিষ্ঠার সাথে তাতে অংশগ্রহণ করে না।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৮,৩৯৯,৪০১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জাগতিক মানুষের চিত্র এভাবেই অঙ্কন করেছেন যারা ধর্মীয় বিষয়ে বক্তৃতা করলেও জাগতিক খ্যাতি এবং সুনাম অর্জনই তাদের মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। বরং তিনি (আ.) এক জায়গায় এটিও বলেছেন যে, এরূপ বক্তাদের অধিকাংশই এই আকাঙ্খা করে না যে, তাদের বক্তৃতা শুনে মানুষের হৃদয়ে প্রভাব পড়ুক, জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটুক এবং তা আধ্যাত্মিক উন্নতির ঘটুক, এমন আকাঙ্খার পোষণের পরিবর্তে অধিকাংশর চিন্তা কেবল এটিই থাকে যে, মানুষ যেন তাদের প্রশংসা করে। অর্থাৎ এরূপ বক্তারা যেন বক্তৃতার সময় শ্রোতাদেরকে নিজেদের মা'বূদ বানিয়ে নেয় আর অংশগ্রহণকারীদের অবস্থাও অনুরূপ হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, তারাও নিষ্ঠার সাথে তাতে অংশগ্রহণ করে না এবং কথাও শোনে না।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০১)

যদি তারা নিষ্ঠার সাথে আসতো তবে তাদের ওপর একটি ভিন্ন ধরণের ইতিবাচক প্রভাব পড়তো। যাহোক আমাদের জলসায় বক্তাদের উদ্দেশ্যও এটি নয় আর শ্রোতাদের উদ্দেশ্যও এমন নয়। বিষয়ের গভীরতা অনুধাবন করে নিজের সংশোধন এবং উন্নতি সাধনের পরিবর্তে কেবল ক্ষণিকের জন্য আবেগ তৈরী করাও উদ্দেশ্য নয়। আমাদের মাঝে যদি কেউ এমন থেকে থাকে তাহলে তার নিজের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করার সৌভাগ্য লাভ করেছি, এটি আমাদের উপর আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহ। আমরা কেবল তখনই এই অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে পারব এবং সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্

তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারব, যখন প্রতিটি কাজ নিষ্ঠার সাথে করব এবং একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করব। সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন এসব ছোট ছোট বিষয়ের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন তা কেবল এজন্য যে, দু'এক জনের দুর্বলতা যেন সকলের চিন্তাধারায় পরিণত না হয়। গুটি কতক মানুষকে দেখে নতুন প্রজন্ম যেন এটি মনে না করে যে, জলসায় বসে কথা বলা এবং মনোযোগ না দেওয়া বৈধ বিষয়। আমি যখন এসব উদ্বৃতি উপস্থাপন করি তা এজন্য যেন স্মরণ হয়ে যায় এবং কোন দুর্বলতা থাকলে তা যেন তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। যাতে করে আমি যেভাবে বলেছি আমাদের নবাগতরা, আমাদের শিশুরা এবং আমাদের যুবকরা এই কথাগুলো নিজেদের সামনে রাখে যে, জলসার গুরুত্ব কতটুকু। এই জলসা যদি আমাদের জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব না ফেলে এবং মনুষ্যজনিত দুর্বলতার দরুণ আমরা কতিপয় বক্তৃতা এবং বক্তাদের নিকট থেকে সম্পূর্ণ লাভবান হতে না পারি তবে তা চিন্তার বিষয়। পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা বক্তাদের ভাষাতেও বরকত দিন যেন তারা শ্রোতাদের মন-মস্তিষ্কে বিষয়বস্তু এমনভাবে প্রবেশ করাতে পারেন যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'লা এবং রসূলের কথা এবং প্রেম ও বিশ্বস্ততা সংক্রান্ত কথা, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কথা, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার কথা, মহানবী (সা.)-এর দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্ক এবং তার প্রতি অনুগত হওয়ার কথা- এগুলো যেন মানুষের মন-মস্তিষ্কে ভালোভাবে প্রবেশ করে এবং ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

সুতরাং জলসায় আগমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি যেন এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করে যে, তাকে তিন দিনের জন্য জাগতিক বিষয়াদি ভুলে যেতে হবে এবং তা ভুলে গিয়ে নিজের ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক মানদন্ডকে উন্নত করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন।

এখানে আমি জলসায় অংশগ্রহণকারী সকলের দৃষ্টি এই দিকেও আকর্ষণ করতে চাই যে, পুরুষ ও মহিলা উভয়দের মধ্যে মেহমানদের সেবার জন্য যেসব কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়েছে , বরং এটি বলা উচিত যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবা করার জন্য যারা এই দিনগুলোতে নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছেন, যাদের মধ্যে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও রয়েছে এবং এমন লোকের সংখ্যাও অনেক যারা ব্যবসা বা চাকরী করে, এছাড়া কতক লোক এমনও রয়েছেন যারা বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত আছেন, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবা করার এই স্পৃহা একজন স্কুল ছাত্র, একজন শ্রমিক, একজন ব্যবসায়ী বা একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী- এদের সবাইকে এক সারিতে দাঁড় করিয়েছে। তাই যেসব মেহমান কর্মকর্তাদের সাথে অনুচিত আচরণ করে থাকে তাদের নিজেদের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত এবং কর্মকর্তাদের আত্ম-সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। যদিও কর্মকর্তাদেরকে এই নসীহত করা হয় যে, আপনারা সর্বাবস্থায় ধৈর্য্য এবং উৎসাহের সাথে কাজ করবেন কিন্তু মনুষ্যজনিত দূর্বলতার বশবর্তী হয়ে কোন কোন কর্মকর্তা কর্কশ জবাবও দিয়ে থাকেন। সুতরাং মেহমানদেরও উচিত কর্মকর্তাদের প্রতি সম্মান এবং মর্যাদা প্রদর্শন করা এবং এমন কোন আচরণ না করা যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এরপর যে সমস্ত শিশু এবং যুবকরা সেবার আবেগ নিয়ে এখানে কাজ করতে আসে তারা যখন মেহমানদের খারাপ আচরণ দেখে তখন তাদের মধ্যে এক প্রকার কুধারণার সৃষ্টি হয়। অ-আহমদী মেহমানরা যদি তাদের কোন অসুবিধার কথা বলে, যদিও সাধারণত কেউ প্রকাশ করে না, তবে তা অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে এবং আমাদের পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত তাদের কষ্ট দূর করে আরাম এবং সুযোগ সুবিধা প্রদান করা। কিন্তু যারা আহমদী তারা যদিও একদিক থেকে মেহমান তবুও কেবল মেহমান হয়ে থাকা তাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। তারা তো জলসার মাধ্যমে কল্যাণমন্ডিত হতে আসে। আমি যেভাবে পূর্বে বলেছি এই মানসিকতা নিয়েই তাদের আসা উচিত যে, থাকার জায়গায় অথবা খাবারের সময় যদি কোন সমস্যা হয়, যদিও অনেকেই এখানে থাকেও না, তাদের আসা যাওয়াতে, পার্কিংয়ের সময় যদি কোন সমস্যা হয় তবে তা সানন্দে ও মুক্তমনে সহ্য করে নেওয়া উচিত। গত জুমুআতেও আমি এ কথা বলেছি যে, এখানে সব ব্যবস্থাপনা অস্থায়ী হয়ে থাকে। এখানে কিছুদিনের জন্য পূর্ণাঙ্গীন একটি শহর গড়ে তোলা হয়। এবং কিছুদিনের মধ্যে তা গুটিয়েও ফেলতে হয় আর কর্মকর্তারা সবাই মিলে এই কাজটি করে থাকেন। তাই যেখানে সবকিছুর ব্যবস্থাই সাময়িকভাবে করা হয় সেখানে কিছু না কিছু অসুবিধা হওয়াই স্বাভাবিক। যতই চেষ্টা করা হোক না কেন তারপরও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি থেকেই যায় যা যে ঘাটতি কেবল স্থায়ী জায়গাতেই পুরণ হওয়া সম্ভব।

আমাকে জানানো হয়েছে,গত বছর জলসায় অংশগ্রহণকারী একজন মহিলা বলেন যে, তাবুতে এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা থাকা উচিত কেননা আবহাওয়া অনেক গরম থাকে। এটি আমার জানা আছে আর ব্যবস্থাপনাও এটি জানে যে, এর ব্যবস্থা হওয়া উচিত, কিন্তু এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন কাজ। যদি পরিস্থিতি তেমন হয় তবে দরজা খুলে দেওয়া যেতে পারে। এটি একটি সাধারণ ব্যাপার। এছাড়া পাখার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। যাহোক এটি একটি সাধারণ বিষয়। কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক সময় পাখার ব্যবস্থা করাও কঠিন হয়ে যায়। এছাড়া খরচের ব্যাপারটিও দৃষ্টিতে রাখতে হয়। রাবওয়াতে যখন জলসা হতো অথবা কাদিয়ানে যখন জলসা হয় তখন শীতকালে খোলা ময়দানে তা হয়ে থাকে। কখনো কখনো বৃষ্টিতে ভিজেও মানুষ বসে বসে জলসা শুনে থাকে এবং ঠান্ডাও সহ্য করে। তাই জলসায় অংশগ্রহণকারীদের যদি এরকম ছোটখাট কোন কষ্ট সহ্য করতে হয় বা গরম সহ্য করতে হয় তবে তা করা উচিত।

এ ধরণের লোক যারা বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা ব্যক্ত করে তাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেন যে, দেখ! কোন মেহমান যদি এজন্য এখানে আসে যে, এখানে সে আরাম পাবে, ঠান্ডা শরবত খেতে পারবে অথবা সুস্বাদু খাবার দেওয়া হবে, তবে সে নিতান্তই বাহ্যিক জিনিসের জন্য এসে থাকে। যদিও মেযবানদেরও এটি দায়িত্ব যে, যতদূর সম্ভব আতিথেয়তায় যেন কোন ঘাটতি না থাকে এবং মেহমানদের জন্য যেন যথাসম্ভব আরামের ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু মেহমানদের এমন ধারণা নিয়ে আসা তাদের জন্যই ক্ষতির কারণ।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭২)

মেহমানদের উচিত সুযোগ সুবিধা যেমনই থাকুক না কেন আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং প্রত্যেক বিভাগের কর্মকর্তাদেরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যারা দিনরাত নিরন্তর আতিথেয়তার চেষ্টা করছে। আর জলসার এই তিন দিনে মেহমানদেরও এই চেষ্টায় রত থাকা উচিত যে, তারা কিভাবে খোদার সন্তুষ্টির উপায় অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যাচনা ও কৃপা কামনা করে, প্রত্যেক মন্দ কাজ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে প্রতিটি দিন অতিবাহিত করা উচিত। মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবস্থানকালে অথবা সাময়িক অবস্থানরত অবস্থায় এই দোয়া করে যে, "আমি আল্লাহ্ তা'লার পূর্ণাঙ্গীন আদেশের আশ্রয়ে আসছি এবং সকল মন্দ বিষয় থেকে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় চাইছি"- এমন লোকের সেই আবাসস্থল ছেড়ে যাওয়া (অথবা যদি অস্থায়ী আবাস হয়ে থাকে তাহলে সেখান থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত) কোন জিনিসই ক্ষতি সাধন করবে না।" (মুসলিম, কিতাবুয যিক্র ওয়াদ দুয়া)

তাই এ দিনগুলোতে বিশেষভাবে দোয়া করতে থাকা উচিত। পৃথিবীতে বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে এটি অনুমান করা খুব দুষ্কর যে, কখন কোন দুষ্কৃতি কোন অনিষ্ট করে বসে। অনেক যালেম ষড়যন্ত্রকারী নিজেদের ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে তা থেকে রক্ষা করুন। এছাড়া অসুস্থ্যতা এবং অন্যান্য কষ্টও রয়েছে। অনেকে শিশুদেরকে সাথে নিয়ে এসেছে আর তাদের অধিকাংশ এক বিশেষ আবেগ উদ্দীপনা নিয়ে এসেছে। কিন্তু আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে শিশুদের অনেক কষ্ট হয়। আর এ দিনগুলোতে যারা শিশুদেরকে নিয়ে আসে তারা কোন পরোয়া করে না। বাচ্চারা খুবই কোমল প্রকৃতির হয়ে থাকে, তারা যে কোন ধরণের কষ্টের মধ্যে পড়তে পারে। তাই দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন সব ধরণের কষ্ট এবং অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা করেন। অতএব সব ধরণের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আমাদের দোয়া করে যেতে হবে।

আর এটিও সকলের জানা আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, দোয়ার কবুলিয়তের জন্য ইবাদতের হক আদায় করা এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালন করাও আবশ্যক। অতএব, এই দিনগুলোতে এ দৃষ্টিকোণ থেকেও নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করুন। আর শুধু এই দিনগুলোতেই নয় বরং এই যে অভ্যাস সৃষ্টি হবে এটাকে জীবনের স্থায়ী অংশ পরিণত করুন।

যারা শিশুদের নিয়ে এসেছেন আমি তাদের কথা বলছিলাম। আমি জানতে পেরেছি রাতে অনেকেই এসেছেন আর ব্যবস্থাপনার কাছে বিছানা পত্র ও ম্যাট্রেস ইত্যাদির ঘাটতি ছিল এ কারণে অনেক শিশুরও বেশ কষ্ট হয়েছে। অনেকেই বাচ্চাদেরকে নিজেদের সাথে নিয়ে আসা কম্বল, চাদর ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে ঘুম পাড়ানো হয়েছে। মানুষ আবেগ উদ্দীপনার কারণে নিজেদের ছোট ছোট শিশুকেও সাথে নিয়ে আসেন। ৯/১০ মাসের বাচ্চা অথবা ১/২ বছরের বাচ্চারাও সাথে এসেছে আর তাদের থাকার ব্যবস্থা ঐ ট্যান্ট বা মার্কির মধ্যেই হয়ে থাকে। তাদেরকে যদি বলা হয় যে, এখানে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, ঠান্ডা খুবই বেশি তাই অন্য কোথাও চলে যান। তখন তারা এটিই বলে যে, না, আমরা তা সহ্য করে নিব, আর আমাদের বাচ্চারাও সহ্য করে নিবে। আমরা এখানেই রাত কাটাব যেন জলসার পরিবেশ থেকে পুরোপুরি কল্যাণমন্ডিত হতে পারি। তাই এমন লোক যারা আরাম ও সাচ্ছন্দের কথা বলে থাকে তাদের বিপরীতে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অধিকাংশ আহমদী এমন যারা বলে যে, আমরা জলসা শুনার জন্যই এসেছি, এমন ছোটখাট কষ্ট কোন বিষয়ই নয়, যদি সহ্য করতে হয় আমরা অবশ্যই সহ্য করে নিব। তারা খুবই দৃঢ়চেতা হয়ে থাকে আর বাচ্চাদেরকেও দৃঢ়চেতা বানাতে আগ্রহী হয়। বস্তুতঃ এরা এমন অতিথি যারা রহমত সাথে নিয়ে আসে আর এমন অতিথিদের কারণেই আল্লাহ্ তা'লা মেযবানদের কাজও সহজ করে দেন।

আমি যেভাবে বলেছি রাতে অনেকের কষ্ট হয়েছে। আমি আশা করি গত রাতে যে কষ্ট হয়েছে আর ম্যাট্রেস এবং বিছানাপত্রের যে ঘাটতি ছিল অথবা অতিথিরা অন্যান্য যেসব কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, আজ রাতে ব্যবস্থাপনা সেগুলোর সামাধান করে নিবে। আর অতিথিরা গতকাল যে কষ্ট পেয়েছেন আশা করি আজ ইনশাআল্লাহ্ তা'লা সেই কষ্ট তাদের হবে না।

জলসায় অংশগ্রহণকারীরা নামাযের সময়গুলোতে সঠিক সময়ে পৌঁছানোর বিষয়ে খেয়াল রাখবেন যাতে পরবর্তীতে আসার কারণে হট্টগোল না হয়। খাবারের কারণে যদি বিলম্ব হয় তাহলে খাবার খাওয়ানোর দায়িত্বে থাকা ব্যবস্থাপনা যেন জলসা গাহ্-র ব্যবস্থাপনা অথবা যাদের ওপর নামাযের দায়িত্ব রয়েছে তাদেরকে অবহিত করে দেয় যে, এখনও মেহমানদেরকে খাওয়ানো শেষ হয়নি, নামাযের জন্য ১০/১৫ মিনিটি অপেক্ষা করা হোক। আর আমাকেও বিষয়টি অবগত করে দিন। ফলে তাদের জন্য যেন অপেক্ষা করা হয়। আমার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ব্যস্ততার কারণে কয়েক মিনিট দেরী হয়ে যায়। আবার অনেক সময় এর চেয়ে বেশিও হয় যখন বাহিরে অ-আহমদী মেহমানরা সাক্ষাতের জন্য এসে থাকেন কিন্তু এ সত্ত্বেও আমি দেখি যে, আমার আসার পরেও এবং নামায শুরু হওয়ার পরেও অনেক মানুষ ভিতরে আসতে থাকে। অতএব মেহমানদেরও এবং তরবীয়ত বিভাগের লোকদেরও এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক কেননা তাদের বিলম্বে আসার কারণে আর কাঠের মেঝের উপর হাঁটা-চলার কারণে শব্দ হতে থাকে। এই শব্দ যতটুকু দূর করা সম্ভব তা করা হচ্ছে কিন্তু তারপরও শব্দ হচ্ছে। তাই যদি প্রথমে এসে যান আর দোয়া এবং যিকরে ইলাহীতে রত থাকেন তাহলে এর তো একটি পুণ্য রয়েছেই আর আল্লাহ্ তা'লা তো প্রত্যেক ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর জিনিসেরও পুণ্য দিয়ে থাকেন। এছাড়া মসজিদে অপেক্ষারত থাকারও একটি পুণ্য রয়েছে। (বুখারী কিতাবুল আযান)

তাই এই পুণ্যকে নষ্ট করা উচিত নয় আর অযথা বাইরে ঘোরা-ফেরার পরিবর্তে এবং এখানে সেখানে কথা বার্তায় মগ্ন হওয়ার পরিবর্তে এটাই হলো এই তিন দিনের সঠিক ব্যবহার। আর আমি যখন চলে আসি এবং নামায শুরু হয়ে যায় আর এরপরে যদি অন্যদের আসা শুরু হয় তাহলে আমি যেভাবে বলেছি ঐ সময় কাঠের মেঝের শব্দের কারণে নামাযীদের নামাযে ব্যাঘাত ঘটে।

অনুরূপভাবে নামাযের সময় ও জলসার সময় নিজেদের ফোন বন্ধ রাখুন অথবা রিংটোন বন্ধ রাখুন। যদি কেউ মনে করেন যে, আমার কোন গুরুত্বপূর্ণ ফোন আসতে পারে তাহলে অন্ততপক্ষে রিংটোন বন্ধ করে নিন। এ বছর ব্যবস্থাপনা এখানে মোবাইলের ভালো ব্যবস্থা করেছে। তাদের দাবি, এখানেও সেভাবেই সিগনাল পাওয়া যাবে যেভাবে শহরে পাওয়া যায়। তাই হতে পারে তাদের এই কথা শুনে অনেকেই হয়তো তাদের সিম লাগিয়েছেন। আর এ কারণে এমনটি যেন না হয় যে, এখানে বিশেষ সুবিধার জন্য যে ব্যবস্থাপনা সহজলভ্য করা হয়েছে তার ফলে জলসার সময়ে সব ফোনের রিংটোন বাজতে থাকবে আর নামাযের সময়ে অন্যদের ব্যাঘাত ঘটবে, ফলে আরেকটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে।

একইভাবে জলসায় অংশগ্রহণকারী যারা নিজেদের গাড়ীতে করে এসেছেন তাদের এদিকেও খেয়াল রাখা উচিত যে, তারা যেন পরিবহন বিভাগের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে যাতে ব্যবস্থাপনার কোন ধরণের কষ্ট না হয়। এ বছর ব্যবস্থাপনা চেষ্টা করেছে পার্কিংয়ের ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করার। কিন্তু ব্যবস্থাপনা তখনই উন্নত হতে পারে যখন লোকেরা তাতে সহযোগিতা করে। অতএব যেকোন ব্যবস্থাপনার উন্নত মানের হওয়ার জন্য জলসায় আগমণকারীদের সহযোগিতা আবশ্যক। স্কেনিং বিভাগকেও পূর্ণ সহযোগিতা করুন। এই সমস্ত ব্যবস্থাপনা জলসায় অংশগ্রহণকারীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার জন্যই করা হয়ে থাকে। এটি জামাতে আহমদীয়ার অনিন্দ সুন্দর বৈশিষ্ট্য যে, প্রত্যেক আহমদী ব্যবস্থাপনার অংশ, তা সে কর্মী হোক অথবা জলসায় অংশ গ্রহণকারী একজন সাধারণ লোক। অতএব, বিশেষভাবে পার্কিং ও স্কেনিং-এর জায়গা এবং জলসাগাহ্-তে সব সময় সবার সতর্ক থাকা আবশ্যক এবং চারপাশে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যেখানেই কোন অস্বাভাবিক জিনিস দেখবেন অথবা কোন অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড দেখবেন তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনাকে সে সম্পর্কে অবহিত করুন আর নিজেও সতর্ক হয়ে যান। কিন্তু কোন অবস্থাতেই উদ্বিগ্ন বা ভীত হওয়া উচিত নয়। যারা নিজেদের প্রাইভেট তাবুতে অথবা সামূহিক আবাসস্থলের মার্কীতে রয়েছেন তারা এই বিষয়টিও খেয়াল রাখবেন যে, নিজেদের মূল্যবান জিনিস, টাকা-পয়সা ইত্যাদি নিজেদের সাথে রাখুন। বিশেষভাবে মহিলারা স্মরণ রাখবেন, তারা যেন নিজেদের অলংকারাদি পরিহিত অবস্থায় থাকেন। প্রথমত জলসাতে অলংকারাদি নিয়ে আসাই উচিত নয়। এখানে ধর্মীয় পরিবেশে দিন অতিবাহিত করার জন্য এসেছেন, কোন জাগতিক অনুষ্ঠানের জন্য আসেন নি। তাই যারা এসব নিয়ে এসেছেন তাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত আর যারা প্রতিদিন আসেন তারাও এই বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখবেন। নিজেদের পরিধান ও অলংকারাদীর পরিবর্তে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

জলসার এই দিনগুলোতে কিছু বিভাগ তাদের প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করেছে। যেমন ইতিহাস বিভাগ এবং আর্কাইভ বিভাগ রয়েছে, তারা নিজেদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। একইভাবে রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স কুরআন করীমের কপি ও হযরত ঈসা (আ.)-এর কাফনের সংক্রান্ত বিষয়ের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে, যেভাবে গত বছরও তারা করেছিল, এ বছর হয়তো তাদের ব্যবস্থা আগের চেয়েও উন্নত হবে। উভয় প্রদর্শনীই নিজ নিজ গণ্ডিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে, এটি থেকেও লাভবান হওয়ার চেষ্টা করুন। আমি পুনরায় বলছি, এই দিনগুলোতে দোয়ার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিন। নামায এবং নফল ছাড়াও যিকরে ইলাহী এবং দরুদ শরীফ পাঠ করা এবং অন্যান্য দোয়ায় রত থেকে সময় অতিবাহিত করুন।

আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকে সার্বিকভাবে বরকত মন্ডিত করুন, আমাদের সবার দোয়া গ্রহণ করুন এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখুন। (আমীন)

১৭ই মে ২০১৬ তারিখে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)এর ভাষণ শুনে অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের উপর হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণের গভীর প্রভাব পড়ে। বেশ কয়েকজন অতিথি প্রকাশ্যে নিজেদের অনুভুতি, চিন্তাধারা ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। নিম্নে কিছু অতিথির প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা হল।

*একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার বক্তৃতা উৎকৃষ্ট পর্যায়ের ছিল, কেননা এই বক্তৃতায় সুইডেনের পরিস্থিতির উপরও গভীর দৃষ্টি ছিল বলে প্রতীত হয়। বিশেষ করে অভিবাসীদের বিষয়টি আকর্ষণের কারণ ছিল। সুইডেনে অভিবাসীদের প্রবেশ প্রসঙ্গে খলীফার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হল অভিবাসীদেরকে এখানকার সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং সুইডিশ নাগরিকদেরকেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। এই কথাটি খুবই উত্তম ছিল। সুইডেনে কোন রাজনিতিক এমন কথা বলে না।

* একজন নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি আমার জন্য একটি খুবই ভাল অনুষ্ঠান ছিল। ইসলাম এবং আপনাদের ধর্ম সম্পর্কে আমি একটি নতুন রূপরেখা লক্ষ্য করলাম। যদি বেশি পরিমাণ মানুষ আপনার কথা শোনে তবে পৃথিবী উন্নত জায়গা হতে পারে।

* একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আজ আমি অনেক কিছু শিখতে পেলাম। এটি অনেক কার্যকরী ভাষণ ছিল বরং এর থেকেও বেশি। এর থেকে আশার আলো সঞ্চারিত হয়। এখানে খলীফার আগমণে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। খলীফার বাণী আমাদের মনে চেতনা জাগিয়েছে যে, আমরা যেন কোন বিবাদ দেখার পর নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যাওয়ার আশায় চোখ বন্ধ করে না থাকি। এটি একটি সদর্থক বার্তা ছিল। আমি এর জন্য কৃতজ্ঞ।

* একজন অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি একটি দারুন অভিজ্ঞতা ছিল। আমি মালমো মসজিদে আসার জন্য আমন্ত্রিত হয় খুবই আনন্দিত হই। কিন্তু এখানে অংশ গ্রহণ করে আমার খুশির অন্ত নেই। আমি বেশ প্রভাবিত হয়েছি। আমি খলীফার বার্তা শুনেছি। আমি এর মধ্যে প্রজ্ঞা, ভালবাসা ও শান্তির বাণী পেয়েছি। এটি কেবলই ভালবাসার বাণী। খলীফা ভাষণ দিতে থেকেছেন আর আমি প্রভাবিত হতে থেকেছি।।

* একজন অতিথি বলেন: সকলকে একস্থানে সমবেত করার বাসনা খুবই ভাল। কেননা কেননা বর্তমান পৃথিবীতে এমন সব শক্তি কাজ করছে যা মানুষকে মানুষ থেকে দূরে করে দিতে চায়। সকলকে একত্রিত করার প্রচেষ্টায় আপনারা সার্বিকভাবে সফল হয়েছেন। কেননা আমরা পরস্পর মিলিত হলে আমাদের সামনে সত্য প্রকাশিত হয় এবং আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটে। আমরা হিংসা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়ার উৎসাহ পাই। ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই আহমদীয়া জামাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত নয়। আমরা মিলিত হওয়ার ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ে। এইভাবে শান্তি ও সৌহার্দ্যর বাণীর প্রসার করতে পারি।

*একজন অতিথি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি আনন্দিত যে আপনারা আমাকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। খলীফার কথা আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনি যে বিষয়ের উপর কথা বলেছেন তাতে আমি আনন্দিত। মুহাজির বা অভিবাসীদের দায়িত্বাবলী, সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্য এবং সুইডিশ জাতির এই সকল মুহাজিরদের প্রতি কেন যত্ন হওয়া উচিত, এসব সম্পর্কে এখানকার অধিকাংশ ধর্মীয় নেতাগণ আলোচনা করে না। এটি বস্তুনিষ্ঠ ভাষণ ছিল। তাঁর ভাষণে এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব ছিল যে, মুহাজিররা যেন সমাজের অংশ রূপে মিলিত হয়ে যায় এবং এর পাশাপাশি সুইডিশ সমাজ ও রাজনিতিকদের উদ্দেশ্যেও এই বার্তা ছিল যে, সমাজকে কিভাবে উন্নততর করা যায়।

* একজন অতিথি প্রতিক্রিয়া জানান: এটি অত্যন্ত আনন্দদায়ক বিষয় যে, একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তির ভাষণ আমাদের কেবল পছন্দই হচ্ছিল তা নয় বরং ভাষণের প্রভাব হৃদয়কে স্পর্শ করছিল। এটি আমাকে অনেক শক্তি জুগিয়েছে আর পৃথিবীতে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এমন সব সমস্ত পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করার জন্য আমার মধ্যে একটি নতুন উদ্যমের সঞ্চার করেছে । আমরা সেই সকল সমস্যার সমাধান সূত্র বের করতে পারি। ইউরোপের প্রতিবেশী দেশগুলিতে যুদ্ধ-পরিস্থিতির কারণে মুহাজিরদের সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদি আমরা সকলে " ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারোর তরে"-র বাণীর প্রতি কর্ণপাত করি এবং এর উপর অনুশীলন করি তবে এই সমস্যাটিরও সমাধান হতে পারে।

একজন অতিথি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আনন্দিত। আমার মতে খলীফার বার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বার্তা শান্তি, ভালবাসা, শান্তি ও সৌহার্দ্যের বাণী। প্রত্যেকের এই বাণীর উপর অনুশীলন করা উচিত। আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমি এক নতুন উদ্যম পেয়েছি।

একজন অতিথি বলেন: যখন আপনি জামাতে আহমদীয়ার উদ্দেশ্য এবং এর পৃষ্ঠভুমির দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং পৃথিবী জুড়ে খলীফা ও আহমদীদের সেবার দিকে নজর দেন তখন আপনি কেবল ইসলামের গুণাবলী বুঝতে পারবেন।

একজন অতিথি বলেন: পরমত সহিষ্ণুতা এবং অপরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমেই যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এই বিষয়ে খলীফার বার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে শরণার্থী সমস্যা প্রসঙ্গে এ কথাটি খুবই ভাল লেগেছে যে, ঐ সকল শরণার্থীদেরও দায়িত্ব হল স্বাধীনতার প্রতি সম্মান জানানো এবং সমাজের কল্যাণকর অংশে পরিণত হওয়া। খলীফা স্থানীয় মানুষদের মধ্যে উপলব্ধি তৈরী করেছেন যে তারা যেন শরণার্থীদের সংকটের সময় তাদের সহায়তা করে এবং তাদের কাছ থেকে বেশি চাহিদা না করে। খলীফা হলেন শান্তির প্রতীক। আমি তাঁর কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি।

* ইরাক থেকে আগত একজন খ্রীষ্টান শরণার্থী সালাম সাহেবও এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার কথা খুব ভাল ছিল। তিনি কেবল শান্তি ও পারস্পরিক ঐক্যের বিষয়ে কথা বলেছেন। আমি ইরাকে কখনো এমন কথা শুনিনি। সেখানে মানুষ ইসলামের সেই চিত্র উপস্থাপন করে না যা আপনাদের খলীফা এখানে উপস্থাপন করছেন। যদি ইরাক খলীফার কথা শুনত তবে আমাদেরকে আজ দেশ ত্যাগ করে এখানে আসতে হত না আর এখানে সুইডিশদের সামনে ভিখারী হয়ে থাকতে হত না। এখানকার সুইডিশরা মনে করে যে, আমি কোন অধিকার আদায় করতে এসেছি। এই অনুভুতি খুবই পীড়াদায়ক। পৃথিবীতে বিরজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খলীফা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেন। আপনাদের জামাতা সমস্ত মুসলিম দল অপেক্ষা শ্রেয়।

* একজন অতিথি জন উইন ফল্ট নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: খলীফার ভাষণ সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। এর কারণ হল, খলীফার কথা গুলি হৃদয় থেকে উদ্ভুত এবং তা হৃদয়ে প্রভাব ফেলে। রাজনিতিকরা মানুষকে খুশি করার জন্য কথা বলে। কিন্তু খলীফা প্রকাশ্যে এবং সাহসিকতার সঙ্গে কথা বলেন। খলীফা কিছু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেছেন। আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি। আমি এবিষয়ে একমত যে, মুহাজিরদেরকে নতুন দেশে এসে এই দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। আর প্রশাসন তাদের কাছে কি প্রত্যাশা রাখে সে সম্পর্কেও প্রশানের উচিত শরণার্থীদেরকে সচেতন করা। খলীফা বলেন উভয় পক্ষ থেকে সদর্থক আচরণের উপরই শান্তি নির্ভর করছে। মুহাজিরদেরকে আমাদেরও উচিত

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 15th Sep, 2016 Issue No. 28

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

স্বাগত জানানো। রাজনৈতক বিষয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে এই কারণে শরণার্থী সমস্যার উপর অসংখ্য প্রবন্ধ পড়েছি। কিন্তু আমি খলীফার মত কার্যকরী বিশ্লেষন কখনো পড়িনি। অনেক মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে।

* একজন অতিথি যার নাম ইভা লফজ্রেম, তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি ১৯৭০ সাল থেকে আমি আহমদীদেরকে চিনি ও জানি। পশ্চিম আফ্রিকায় থাকাকালীন আমি কিছু আহমদীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলাম। আমি আপনাদের খলীফার প্রতি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। তিনি সুইডেন সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। তিনি এমন অনেক কিছু বলেছেন যা সম্পর্কে আমি মোটেও জানতাম না। খলীফা রাজনৈতিক বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখলেন এবং সমস্যার সমাধান বলে দিলেন। আমি তাঁর কথার উপর শতভাগ একমত। খলীফা ইসলামের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপন করেছেন। শরণার্থী সমস্য প্রসঙ্গে তিনি গভীর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখেন। তার এই কথা পুরোপুরি ঠিক যে, উভয় পক্ষকে একে অপরের প্রতি সম্মান জানানো উচিত। আমি বৈচিত্রতার বিষয়ে বক্তব্য রেখে থাকি এবং অনেক মানুষের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, আমি মনে করি যে, আপনাদের খলীফা মুসলমানদের জন্য একজন আদর্শ। খলীফা তাঁর সমস্ত বক্তব্য কুরআনের উদ্ধৃতির সহকারে উপস্থাপন করছিলেন। এই বিষয়টি বেশ চমৎকার ছিল। খলীফা জাতিসংঘের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে উল্লেখ করেন। আমার অনেক নিকট বন্ধু ইসলাম সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত রয়েছে। এখন আমি এখান থেকে গিয়ে তাদের সম্মুখে ইসলামের স্বরূপ উপস্থাপন করব এবং বলব যে ইসলাম সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাকে এই ভাষণের ইউটিউব লিঙ্ক পাঠিয়ে দিন, আমি আমার সমস্ত বন্ধুদের কাছে পৌঁছিয়ে দিব।

(ক্রমশঃ...)

একের পাতার পর.....

ওয়াদানুসারে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এখন খোদা সহিত যুদ্ধ কর। হাঁ, আমি কেবল নবী নহি, বরং এক দিক হইতে নবী এবং একদিক হইতে উম্মতীও যাহাতে আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তি ও আশিস বিতরণের পূর্ণতা প্রমাণিত হয়।

টীকা: খোদা তালার কাজের কোন সীমা পরিসীমা কেহই খুজিয়া পাইতে পারে না। বনী ইসরাঈল জাতিতে হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যায় একজন মহান নবীর আগমণ ঘটিয়াছিল। খোদা তা'লা তাঁহাকে তওরাত দান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতাপ ও মর্যাদার দরুন বালম বাওরও তাঁহার মোকাবিলায় ধুলিসাৎ হইয়া গেল। খোদা তাহাকে কুকুরের সাদৃশ্য দেন। এই মুসাকেই এক মরুবাসীর জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সম্মুকে লজ্জিত হইতে হইয়াছিল এবং ঐ অদৃশ্য রহস্যাবলী সম্পর্কে তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না, যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন -

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

(সূরা আল-কাহাফ-আয়াত: ৬৬)

(অর্থ- তখন তাহারা আমাদের বান্দাদের মধ্য হইতে এমন একজন বান্দার সাক্ষাৎ পাইল যাহাকে আমরা আমাদের নিকট হইতে রহমত দান করিয়াছিলাম এবং আমাদের সন্নিধান হইতে তাহাকে (বিশেষ) জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলাম- অনুবাদক)

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা-১৫৭-১৫৯)

জলসা সালানা যুক্তরাষ্ট্র ২০১৫-এর জন্য সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর বার্তা

জামাতে আহমদীয়া আমেরিকার প্রিয় সদস্যবর্গ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু

আমি একথা জেনে আনন্দিত হলাম যে, ১৪-১৬ আগষ্ট, ২০১৬ যুক্তরাষ্ট্রের জামাত তাদের জাতীয় জলসা সালানার আয়োজন করছে। আল্লাহ তা'লা এই জলসাকে বরকতমন্ডিত করুক এবং সার্বিকভাবে সাফল্যমন্ডিত করুক। জলসায় অংশগ্রহণকারীরা এর আধ্যাত্মিক লাভ ও অশেষ বরকরত অর্জনকারী হোক।

আমার খুতবাসমূহ মনোযোগসহকারে শোনা আপনাদের জন্য খুবই জরুরী। এর পেছনে আমার উদ্দেশ্য হল আপনারা যেন খিলাফতের সঙ্গে নৈকট্য ও গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলেন। খুতবা জুমা শোনার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রদান করা আমার অন্যান্য বক্তব্যগুলিও শুনুন। এর ফলে আপনাদের মধ্যে খিলাফতের সঙ্গে পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও আনগত্য তৈরী হবে। নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও এই বরকতপূর্ণ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত করা আপনাদের জন্য জরুরী। এবং তাদেরকে একথা বোঝানোর মাধ্যমে এই বরকতপূর্ণ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতে থাকুন এবং খলীফায়ে ওয়াক্তের সঙ্গে পূর্ণ সম্পৃক্ততা রাখুন।

বর্তমানে ইসলামের পুনোরুত্থানের কাজ কেবল খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গেই সম্পৃক্ত। এই কারনে আপনাদের উচিত আপনি এবং আপনার পরবর্তী প্রজন্ম এই বরকতপূর্ণ ব্যবস্থাপনার ছায়াতলে একত্রিত হোন এবং এর থেকে পথ-প্রদর্শন গ্রহণ করতে থাকুন।

এছাড়াও আমি আপনাদেরকে এই উপদেশও দিতে চাই যে, আপনারা প্রত্যহ এম.টি.এ দেখাকে জীবনের অপরিহার্য অংশে পরিণত করুন। যার মধ্যে আমার জুমার খুতবাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। খোদার ফযলে এম.টি.এ খুব উন্নত মানে অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচার করে থাকে যা থেক যুবক শ্রেণী ও বয়স্করা উপকৃত হয়ে ইসলাম-আহমদীয়াত সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধি করতে পারবেন।

আপনাদের শুরার পক্ষ খেকেও কিছু প্রস্তাব এসেছিল যেগুলি আমি মঞ্জুর করেছিলাম। সেই সকল প্রস্তাবগুলিতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আধ্যাত্মিকতায় ঘাটতিকে দৃষ্টিপটে রেখে সেক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্য পদক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে। এই কারণে নিজেদের প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবায়িত করাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক নারী ও পুরুষ যেন এর উপর সম্পূর্ণ অনুশীলন করে। একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রস্তাবনার উপর আমল যদি না-ই করব তবে তার মঞ্জুরী নিয়ে লাভ কি?

আল্লাহ তা'লা এই জলসাকে সার্বিকভাবে সাফল্যমন্ডিত করুক। এই জলসা আপনাদের তাকওয়া বৃদ্ধির কারণ হোক এবং আপনারা আধ্যাত্মিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হোন। আল্লাহ তা'লা আপনাদের উপর আশিস বর্ষন করুক।

ওয়াসসালাম
আপনাদের একনিষ্ঠ
মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ আল খামিস।
১৩ আগস্ট ২০১৫

১২৫ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান, ২৬, ২৭, ও ২৮শে ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর ২০১৬ (সোমবার, মঙ্গল ও বুধবার) তারিখে জলসা সালানা কাদিয়ান আয়োজনের জন্য এর অনুমতি প্রদান করেছেন। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সাফল্য ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং পুণ্যবানদের হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir